খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 23 ❑ 21 Aug., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

নদী দখল করে বেআইনি নির্মাণ, ক্ষোভে ফুঁসছে বাগদার বাসিন্দারা

রাহুল দেবনাথ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের সাগরপুর এলাকায় ফের উঠল নদী দখলের অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, বেতনা নদীর পাড় দখল করে শুরু হয়েছে বেআইনি নির্মাণকাজ। নদী দখলমুক্ত করার দাবিতে রবিবার রাস্তায় নামলেন এলাকাবাসী। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েক বছর আগে নদীর পাড় দখল করে একাধিক দোকান তৈরি করা হয়েছিল। যে জায়গাটি শিশু ও বয়স্কদের বসে সময় কাটানোর জন্য খোলা ছিল, সেখানে ফের কংক্রিটের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, পুলিশকে খবর দেওয়া হলে একবার গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। তবে পুলিশ সরে যেতেই রবিবার ফের নির্মাণকার্য শুরু হয়। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা। অভিযোগের তির ঘুরছে রাজনৈতিক দলের দিকে। স্থানীয়দের দাবি, শাসক দলের বড় নেতাদের মদতেই বিজেপি সমর্থিত লোকেরা এই দখলদারি করছে। এ প্রসঙ্গে বাগদা পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জিত সরদার বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েছি। যদি দলের কেউ এর সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে দলীয় স্তরে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বিজেপির লোকেরাই নদী দখল করে দোকান করছে।"বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা পূর্ব ব্লক সভাপতি পরিতোষ কুমার সাহা বলেন, "কৃষকদের স্বার্থে বেতনা নদী অবশ্যই দখলমুক্ত হওয়া উচিত। বাগদার নানা এলাকায় এই একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, তারা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবেই।"তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের নেতা দেবব্রত ঢালী জানান,"এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। বিজেপির কেউ নদী দখলের সঙ্গে জড়িত নয়। বরং মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে।"

বৃষ্টি কমলেও জমা জল না নামায় দুর্ভোগ মানুষের

জয় চক্রবর্তী ঃ বৃষ্টি কমলেও এখনো জল নামেনি বিস্তীর্ণ এলাকায়। প্রায় এক মাস ধরে বনগাঁ মহাকুমার বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি কমলেও সেই জল এখনো নামার কোন নাম গন্ধ নেই।

প্রশাসন জানিয়েছে, মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি গাইঘাটা ব্লকে। সেখানে রামনগর সুটিয়া ঝাউডাঙ্গা শিমুলপুর জলেশ্বর ১ জলেশ্বর ২ এবং ইছাপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থা খারাপ। রাস্তা বাড়িঘর চাষের জমি সবই এখন জলের তলায় রয়েছে। বহু মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার বলেন, ২৪ টি ত্রান শিবির খোলা হয়েছে, সেখানে শুকনো এবং রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে।

বৃষ্টি কমলেও জল না সরায় দুর্গাপুজোর আগে ত্রান শিবিরে থাকা মানুষদের বাড়ি ফেরা সম্ভব নয় বলেই তারা মনে করছেন। নিতাই বিশ্বাস নামে ত্রাণ শিবিরে থাকা এক ব্যক্তির কথায়, প্রতিবছরই দুর্গাপুজোর আগে ভারী বৃষ্টিতে আমাদের বাড়ির সহ আশপাশের এলাকা ডুবে যায়। দুর্গা পূজার সময় প্রতিবছর আমাদের ত্রান শিবিরে থাকতে হয়। পুজোর আনন্দ বলে আমাদের জীবনে কিছু নেই।

তৃতীয় পাতায়...

স্বাধীনতা দিবসে অভিনব উদ্যোগে উদ্বোধন ব্যাগের শোরুম

সায়ন ঘোষ : এবার কলকাতা নয়। সঠিক দামে, ভালো ব্যাগ কিনতে দৌড়তে হবে না কলকাতায়। নামি-

দামি সংস্থার সকল ব্যাগের সম্ভার নিয়ে হাজির 'সিনহা ট্রাভেল প্রো'। স্বাধীনতা দিবসের দিন নিউ সিংহ জুয়েলার্স এর বিশেষ সংযোজনে উদ্বোধন করা হল চাকদা রোড সংলগ্ন 'সিনহা ট্রাভেল প্রো' নামের ব্যাগের শোরুম। এদিনের শোরুম উদ্বোধন উপলক্ষে এক অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা যায় শোরুম কর্তৃপক্ষকে।

বনগাঁ এলাকার একাধিক দুস্থ পড়ুয়ারাই ছিল এদিনের প্রধান ভূমিকায়। কর্তৃপক্ষ- এর তরফ থেকে উদ্বোধনীর সময় প্রথমেই তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সূচনা হয় এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। এরপর খুদে পড়ুয়াদের হাত দিয়ে ফিতে কেটে উদ্বোধন করা হয় শোরুমের। এদিন শোরুম কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রায় ৩০ জন দুস্থ পড়ুয়াদের হাতে স্কুল ব্যাগ, পড়াশোনার সামগ্রী সহ মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই শোরুমে এক

তৃতীয় পাতায়...

গৃহবধূকে নির্যাতন করে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার স্বামী

সংবাদদাতা ঃ ভালবাসা করে বিয়ে। কিন্তু বিয়ের কিছু দিন পর থেকে গৃহবধূকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালাত স্বামী। নির্যাতন করে তাকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই গৃহবধূর নাম হাসিনা মন্ডল, বয়স ৩১। বাগদা থানায় স্বামী গনিখান মণ্ডলের নামে খুনের অভিযোগ করে গৃহবধূর পরিবার। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ শনিবার তাকে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

মৃতার পরিবার জানিয়েছে, প্রায় এগারো বছর আগে গনি খান মন্ডল-এর সঙ্গে ভালোবেসে বিয়ে হয়

তৃতীয় পাতায়...

শর্ট ফিল্মের জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল চাঁদপাড়ার "ম্যাক্রো ফিল্ম"

সংবাদদাতা ঃ শর্ট ফিল্মের জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল চাঁদপাড়ার "ম্যাক্রো ফিল্ম"। গত ১৫ জুলাই ২০২৫ এ মুক্তি পাওয়া তাদের একটি শর্ট ফিল্ম "সংযোগ" এর জন্য ইতিমধ্যেই তারা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এর থেকে পুরস্কার পেয়েছেন (ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, রয়েল পিকক ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, মাল এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ত্রিপুরা লায়ন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ওয়ালেট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল)। এবং এখনও ২-৩ টি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতাতে। সেখানেও তাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা এই শর্ট ফিল্ম এর জন্য Central Board Of Film Certification (Censor) এর অনুমোদন পেয়েছেন। ম্যাক্রো ফিল্ম এর এই শর্ট ফিল্ম এর ডাইরেক্টর ও সিনেমাটোগ্রাফার সায়ন সিনহা রায় ও সমীক প্রামাণিক জানান, "আমরা বর্তমানে ডিজিটাল সব কিছুকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আপনজন থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। সেটা থেকেই

তৃতীয় পাতায়...

কচুরিপানাই যেন জীবনের ঢাল!

সংবাদদাতা ঃ সোমবার দুপুরে বনগাঁর রাখাল দাস সেতুতে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পেশায় লটারির টিকিট বিক্রেতা শংকর পাল, যিনি দৃষ্টিহীন, আচমকাই মাথা ঘুরে সেতু থেকে নিচে পড়ে যান। সাধারণত এ ধরনের দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো অবধারিত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে নদীর জলে ভাসমান কচুরিপানার স্তূপই তাঁর জীবন রক্ষা করে। দীর্ঘক্ষণ তিনি কচুরিপানায়

তৃতীয় পাতায়...

৭৭৫ ভুয়ো ভোটার! অভিযোগ প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বর-এর

রাহুল দেবনাথ ঃ ভুয়ো ও বাংলাদেশি ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য বাগদায়। বুধবার বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক বিজেপি নেতা দুলাল বর সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করলেন, বয়রা পঞ্চায়েতের একাধিক বুথে অন্তত ৭৭৫ জন ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে। দুলাল বাবুর অভিযোগ, কেউ জামাইবাবুকে বাবা বানিয়ে, কেউ আবার শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে। প্রকাশিত তালিকায় বয়রা পঞ্চায়েতের তৃণমূল সংখ্যালঘু যুব মোর্চার সভাপতি জাবেদ খানের মামা ও জামাইবাবুর নামও রয়েছে।

অভিযোগ, রামনগর ১০৮ নম্বর বুথে জাবেদের মামা কবিরুল খান, জাবেদের বাবা আসপাকুর খানের নাম

চতুর্থ পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ২৩ ❐ ২১ আগস্ট, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

স্বভূমে বাঙালী নিগ্রহ মনে করায় ব্রিটিশ শাসন

'মোদের গরব, মোদের আশা/ আ-মরি বাংলা ভাষা।' প্রতুল প্রসাদের গানটি বাঙালী হিসাবে প্রত্যেক বাংলাভাষীর হৃদয়কে দোলা দেয়। মাতৃভাষার সুবাদে আমরা বাঙালী। বৃহত্তর অর্থে আমরা ভারতীয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলেই ভারতীয়। রবি ঠাকুরের 'পুণ্যতীর্থ, মহামানবের সাগরতীর—' আমাদের গর্বের ভারতবর্ষ। আর্য- অনার্যের সংমিশ্রণে পরিণত হয়েছে পুণ্যতীর্থে। ভারতীয় সংবিধানও সকল ভাষা- ধর্মকে সমান ভাবে মান্যতা দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের খবর বাঙালী হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। গঠিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতিবাদী সংগঠন। নিজভূমে বাঙালী নিগ্রহ আরও মর্মস্পর্শী। শিয়ালদহের কার মাইকেল হোস্টেলের ছাত্র নিগ্রহের ঘটনা বড়ই হৃদয় বিদারক। ঘটনাটি যে ব্রিটিশ শাসনকে মনে করিয়ে দেয়। শারদোৎসব সমাগত। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসবের আগমনের খবরে আনন্দে মেতেছে সমগ্র বাঙালী সমাজ। তার উপরে প্রকৃতি বিরূপ। অতিবৃষ্টিতে অনেক জায়গা জলমগ্ন। ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে ত্রাণ শিবিরে। '২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলি সদা তৎপর তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে। শাসক শিবিরে তীব্র উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে SIR নামক জুজু! সব মিলিয়ে বিধ্বস্থ পশ্চিমবাংলা; বিধ্বস্থ বাঙালী সমাজ! মহামায়ার আগমনে শান্তি বর্ষিত হোক এই বাংলায়— এই আশায় বাঙালী সমাজ।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

ধারা ২১ (Article 21): শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার স্বীকৃত। এই অধিকারের উপর কোনও রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না, যদি না তা আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা, বা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় অপরিহার্য হয়।

ধারা ২২ (Article 22): সমিতির স্বাধীনতা

অন্যদের সাথে সমিতির স্বাধীনতা, যার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ২৫ (Article 25): জনজীবনে অংশগ্রহণের অধিকার

প্রত্যেক নাগরিকের জনজীবনে অংশ নেওয়ার, ভোট দেওয়ার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসন শেষে ১৯৯৪ সালে সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়।

সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে নারীরা ভোটাধিকার পান।

ICCPR এই অধিকারগুলো রক্ষা করে এবং রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে এই অধিকারগুলো তাদের দেশীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাধ্য করে। এটি মানবাধিকার সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলিল। **চলবে...**

ঠাকুরনগরে বর্ণমালার অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব

সংবাদদাতা ঃ ১৫ আগষ্ট সকালে মর্যাদা সহকারে জাতির ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এবং সেই সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা বর্ণমালার সদস্য-সদস্যাগণ। মধ্যাহ্নে স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদ সৈনিকদের স্মরণে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ঝর্না মণ্ডল। অপরাহ্নে সংগীত পরিবেশন করেন গোবরডাঙা মেদিয়ার মেঠো পথ সংগীত সংস্থার শিল্পীগন। সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির অর্থানুকুল্যে আয়োজিত অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসবে গোবরডাঙার নৃত্যাল্পনা ব্যালে ট্রুপের নৃত্য শিল্পীগন পরিবেশিত দেশাত্মবোধক নৃত্যনাট্য 'মা তুঝে সালাম' সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। উদ্বোধন করেন প্রাক্তণ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুর। ঠাকুরনগর বর্ণমালার নৃত্য শিল্পীগণ তন্ময় প্রসাদ ও পূজা বিশ্বাসের পরিচালনায় পরিবেশিত সৃজনশীল নৃত্য ধারা দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে। অবশেষে পরিবেশিত হয় খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি প্রযোজিত মর্মস্পর্শী পুতুল নাটক 'দ্যা পোট্রেট অফ এ্যান ওল্ড ম্যান। সোমা মজুমদারের নির্দেশনায় পরিবেশিত

নাট্যটি দর্শকদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সবশেষে সংস্থার নাট্যপরিচালক কুমার ইন্দ্রনীলের নির্দেশনায় বর্ণমালা প্রযোজিত সকলের ভালো লাগার নাটক ইচ্ছামতীর তীরে দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সব কিছু মিলিয়ে এবং অগনিত দর্শক সমাগমে বর্ণমালা আয়োজিত এদিনের অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

আমরা তিনটে নাগাদ রওনা হলাম। পাঁচটায় হোটেল সাহারায় ফিরলাম। তারপর একটু ফ্রেশ হয়ে আমরা শিকারায় চড়তে গেলাম। ডাল লেকে শিকারায় চড়ে সূর্যাস্ত দেখা সত্যিই স্বপ্নের। এক নম্বর গেটে ডা: বিপ্লবের সঙ্গে শিকারা চালক ৯০ বছরের গোলাম হোসেনের পরিচয় হলো। পরিবারের সূত্র ধরেই মনে হল ওরা দুজনেই কতদিনের পরিচিত। ঠিক ভাড়া চাইল। চারজনের জন্য মাত্র ৪০০ টাকা। যতক্ষণ খুশি চড়া যায়। শিকারাটি বেশ সাজানো গোছান। গোলাম হোসেন ইতিহাস থেকে অনেক কথাই বলছেন। ওর আগে হাউসবোট ছিল; সামান্য দামে বাধ্য হয়ে বিক্রি করেছে, ওর বাবাও শিকারা চালাতেন। তিনি ১২২ বছর বয়সে মারা গেছেন। আমরা শুনে তো অবাক। নব্বই বছরে গোলাম হোসেন যেরকম শক্ত এবং রোজগার করছেন। উনিও বাবার মতো পরমায়ু পাবেন। ডাল লেকের মধ্যে হাউসবোট ভাসছে। সেখানে অনেকেই রাত কাটায়, বিশেষ করে নব দম্পতি তো বটেই। শিকারায় চড়তে চড়তেই চপ এলো নৌকা করে। নানা জিনিসপত্র নৌকা করে ফেরি করে বিক্রি করে। রাতের অন্ধকারে দূরে শহরটা যেভাবে সেজেছে তা অকল্পনীয়। লেকের মধ্যে হাউস বোর্ট গুলি সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। ডাল লেকের কোথাও বা পদ্মের, আবার কোথাও শালুক, জল সিঙ্গারা বা পানিফল চাষ করা হয়েছে। ডাল লোকের যে চেহারা কল্পনার চোখে ছিল-- তা কিন্তু আর পেলাম না। পরিচর্যার অভাব। হ্রদ ভীষণ অপরিষ্কার। বছরে অন্তত একবার পরিষ্কার করার প্রয়োজন। ডাললেকের শিকারা থেকে নেমে সকলেই কিছু মার্কেটিং করলো। তারপর আমরা আমাদের সাহারা হোটেলে ফিরলাম।

এতদিন আমরা সকাল ছটা থেকে সাতটার মধ্যে বেরিয়েছি। কাল সকাল নটায় বেরতে হবে। দুর্ভাগ্য বসত রাতে আমার ডায়রিয়া হয়েছিল। সকালে প্রথমে হারু বাবুর কাছ থেকে ওষুধ নিয়েছিলাম। পরে বিপ্লব ঘুম থেকে উঠে আর একটা আপগ্রেড ওষুধ আমাকে দিয়েছিল। আমি বিপ্লবকে বলেছিলাম, তোমরা যাও। আমি ঘরে শুয়ে থাকি। ও শুনলো না। বলল, যে সমস্ত জায়গায় ওয়াশরুম আছে দেখে তোমাকে বলে দেব। তাছাড়া শরীরটা অনেকটা ভালো হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ওদের সাথেই চললাম।

প্রথমেই আমরা আমাদের বাসে করে পৌঁছালাম হজরত বাল মসজিদ। শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে। প্রথমেই সেখানে আমরা হোঁচট খেলাম কারণ। এখানে মেয়েদের প্রবেশের অধিকার নেই। বিধর্মীদের প্রবেশ মানা। সুতরাং মুসলিম তীর্থ থাক না। অন্যদের যাওয়ার প্রয়োজন আমি অনুভব করি না। পাশেই রয়েছে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়। পরিতাপের বিষয়, সেখানে ভ্রমণ তালিকার মধ্যে রাখা হয়নি। আমাদের পরিবারের মেয়েরা মাথায় কাপড় দিয়ে গম্বুজ পর্যন্ত গেলেও প্রবেশ করতে পারেনি। তাই তাদের মনের অবস্থা কী হতে পারে!

এবার আমরা গেলাম নিশাত বাগ (Nishat Bagh)। এটি ১৬৩৩ সালে তৈরি করেন আসিফ খান। ইনি হলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর পত্নী নুরজাহানের বড় ভাই। এটি কাশ্মীরের দ্বিতীয় বৃহত্তম উদ্যান। নিশাত বাগ. উর্দুতে অর্থ হল " আনন্দের বাগান"। এটি ডাল হ্রদের তীরে অবস্থিত ও কাশ্মীর উপত্যকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম মুঘল উদ্যান ও নিশাত বাগ শহর থেকে দূরত্ব ১১ কিলোমিটার। এখানকার উদ্যানে ৫৫০ বছর পর্যন্ত চিনার ও সাইপ্রাস গাছ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি নয় একাধিক গাছ রয়েছে ২৫০ থেকে ৫৫০ বছরের গাছ। বাগানটি ভীষণই সাজানো গোছানো। সবুজের সমরোহ আমাদের পরিবারের সকলে বিভিন্ন পোজে ছবি তুলতে ব্যস্ত । এবার আমরা গেলাম শালিমার বাগে। এই উদ্যানের অন্য নাম হলো

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হল, পনেরো দিনে কাজ করতে হবে। এক মাস করলে বাবার অসুবিধা না হলেও মেজ কাকার অসুবিধা। বড় আধিকারিক। সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত ।

পাঁচটার আগে বাকি আর সকলে এসে গেল। ঠিক পাঁচটায় গাড়ি আসল। ঠাকুমাকে নিয়ে নিমতলা মহাশ্মশানে চলে গেল। বয়স্করা সবাই গেলেও আমি যাইনি। আমি দাদুর পাশে গিয়ে বসে ছিলাম। দাদু বলল, "এত বড় একটা খাঁচায় দুজনে থাকতাম। পরে সকলে মিলে। কিন্তু এখন আমি যে একা হয়ে গেলাম।" একথার কোনও উত্তর আমি খুঁজে পাইনি।

মানুষের অবিরাম অশ্রুর ধারা নির্মাণ করে দুঃখ-বেদনা-যাতনার-ধারায়। এরপর দাদুর অন্তহীন নীরবতা অশ্রুর নোনা জল হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে অশ্রুধার থেকে।

ষোলো

দিদিরা ঠাকুমাকে বিদায় দিয়ে সেদিন রাতটা ছিল। পরদিন বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। এবার আমাকে দিদিদের সাথে আবার মাধবপুর ফিরে যেতে হবে। দিদিরা ঘাট কাজের দিন চলে এসেছিল। বড়দি, জামাইবাবু, ঝুনু আর মিতা। মিতা বলে মেয়েটি জামাইবাবুর আত্মীয়া। জামাইবাবুর বড়দার মেয়ে। বয়সে আমার থেকে এক' দু বছরের বড়ই হবে। আমার পক্ষে জানা সম্ভব না, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ওর বাবা ইতিমধ্যে মাধবপুর এসে রেখে গিয়েছেন। এখন থেকে এখানেই থাকবে। প্রথম যেদিন আসলো, বারবার ঠাঁড়েঠোঁড়ে আমার দিকে তাকাতে লাগল। দিদি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে বলল, "এই মিতা, ও হচ্ছে আমার ভাই দিলীপ। ও বয়সে ছোট হলেও সম্পর্কে মামা।"

সেদিন মিতাকে দিদির এরকম ভাবে সচেতন করার কারণ আমি বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম। আমি আর কি করব, বয়সে বড় বলে আমি দিদি বলে ডাকতাম। ও যে আমাকে কখন কী বলে ডাকে তাও বুঝতে পারতাম না। তবুও এই তিন, চার দিন আমি ওর একমাত্র সঙ্গী হয়ে থাকলাম।

আমাদের মাধবপুর ফেরার দিনটা ছিল খুব বেদনাদায়ক। নিঝুম সম্মোহনে দাদু চুপচাপ বসে আছে। মনে হচ্ছে দাদুর বুকের মধ্যে মোচড় মারছে। মারুক, বুকে যত মোচড় মারবে চোখে তত জল নামবে। সেই চোখের জলেই নিজের অস্তিত্বটা ফিরে পাবে। আমি শুধু দাদুকে বললাম, "আর তো কয়েকটা মাস। তারপরেই আমি ফিরে আসছি দাদু।" আমারও বুকের মধ্যে শোক, দুঃখ, অনুতাপ সবটাই অনুভব হতে লাগল। হু হু করা বুক নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটা লাগালাম। যেতে হবে মতিগঞ্জ হাটের ঘাটে। সেখান থেকে নৌকায় মাধবপুর।

ইছামতী নদীর ঘাটে হাটের নৌকা। আমাদের সেই নৌকাতে ফিরতে হবে। একটা নৌকা ছাড়ার মতো লোক হয়েছে। জামাইবাবু বলল, "এ নৌকায় খুব ভিড় হয়ে গেছে। এতে ঝুনুকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

আঘাটার দিকে একটা বড় নৌকায় কয়েকজন উঠে বসেছে। জামাইবাবু তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে আমাদেরকে বলল, " চল, আমরা ওই নৌকাটায় উঠি।" জামাইবাবুর কথা মতো আঘাটার দিকে গেলাম। দিদি জামাইবাবু ঝুনুকে নিয়ে নৌকার মাঝ বরাবর উঠে গেল। মিতা আর উঠতে চায় না। ও দিদিদের দিকে মুখ করে বলল, "কাকিমা, আমি একটু মামার সাথে হাটটা ঘুরে দেখে আসব?"

দিদি উত্তর দেওয়ার আগেই জামাইবাবু বলল, "যা তবে দেরি করিস না বেশি।" জামাইবাবু সেই সাথে হাত বাড়িয়ে ৫০ টা পয়সা দিয়ে বলল , " বাদামভাজা কিনে নিয়ে আসিস। নৌকায় অনেকটা পথ যেতে হবে। যাওয়ার পথে খেয়ে নিস।"

আমি দেখলাম, দিদি বাঁকা চোখে জামাইবাবুর দিকে চাইল। মিতার

চলবে...

স্বাধীনতা দিবসে প্রাক্তন সৈনিক সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের সদস্যরা। এদিন সকালে ক্লাব অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মহানির্বান মঠের সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজসেবি উত্তম পাণ্ডার ব্যবস্থাপনায় মঠ প্রদত্ত স্কুল ব্যাগ স্বাধীনতা দিবসের উপহার স্বরূপ এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সবুজ সংঘের পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে এদিন বিশিষ্ট সমাজকর্মী উত্তম পাণ্ডাকে ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় প্রাক্তন সৈনিক সংগঠনের সদস্য চাঁদপাড়া শাখার বেশ কয়েকজন সমর কর্মীকে। সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সৈনিকদের লড়াই-সংগ্রাম ও দেশ সেবার উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সৈনিক গনেশ মজুমদার ও বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ছিলেন এক্স আর্মি উত্তম বিশ্বাস, সমীর চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ বিশ্বাস ও হাবিলদার বিজয় কুমার শীল প্রমুখ। অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম লোধ, অমর মজুমদার সহ আরো অনেকে। ক্লাব সভাপতি রামশংকর রায় ও সম্পাদক কমল সরকার সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্টজনেরা সকলেই সবুজ সংঘের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কচিকাঁচাগণ সংগীত, নৃত্য আবৃত্তিপরিবেশন করে। স্কুল ছাত্র আকাশ সরকারের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীত, বর্ষা চক্রবর্তীর বক্তব্য ও স্কুল ছাত্রীদের সমবেত নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে তোমাদের পাশে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ ঃ করোনা অতিমারির অন্ধকার সময়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে পথচলা শুরু। ছোট্ট পদক্ষেপে শুরু হলেও আজ পাঁচ বছরে গড়ে উঠেছে এক দৃঢ় সামাজিক বন্ধন। বনগাঁর তরুণ-তরুণীদের উদ্যোগে ২০২০ সালে গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'তোমাদের পাশে আমরা' শনিবার পদার্পণ করল পঞ্চম বর্ষে। বর্ষপূর্তির দিনে সংগঠনের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার ঐতিহ্যবাহী মোল্লাহাটী গ্রামে। ব্রিটিশ আমলের স্মৃতি বিজড়িত গ্রামটির প্রায় দেড়শো আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া খুদে পড়ুয়ার হাতে শিক্ষাসামগ্রী সহ খাবার তুলে দিয়ে বর্ষপূর্তি পালন করে সংগঠন।

উল্লেখ্য, ২০২০ সাল, যে বছর অতিমারির দাপটে গোটা বিশ্ব আতঙ্কিত। জীবনের সঙ্গে রোজকার লড়াইয়ে ভেঙে পড়েছিল সমাজের বড় অংশ। সেই কঠিন সময়ে বনগাঁর একদল তরুণ-তরুণী গড়ে তোলে তোমাদের পাশে আমরা নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। উদ্দেশ্য ছিল সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তারপর থেকে বছরভর নানা সামাজিক কাজে সক্রিয় থেকেছেন সংগঠনের সদস্যরা। এদিন পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শনিবার সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন মোল্লাহাটী নীলকুঠি ইছামতি গ্রন্থাগার নামের একটি পাঠশালায়। সেখানকার খুদে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পড়াশোনার প্রয়োজনীয় খাতা-কলমসহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেন তাঁরা। ছিল দুপুরে খাবারের ব্যবস্থাও।

পাঠশালার পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য প্রসাদ বিশ্বাস জানান, গ্রামীণ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে চালানো হয় এই পাঠশালা। পাশাপাশি বয়স্ক মানুষদের জন্যও এখানে দেওয়া হয় নৈতিক ও পুঁথিগত শিক্ষা। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পাঠশালা চালাতে বিভিন্ন সংগঠন নানা ভাবে সাহায্যের হাত বাড়ায়। এবার তোমাদের পাশে আমরা-র সহযোগিতা পেয়ে তারা কৃতজ্ঞ। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অনুপম রায় বলেন, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, মানুষের পাশে থাকা। ২০২০ সাল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে মানুষের ভালোবাসায় এতোটা পথ এগিয়ে যাওয়া সত্যিই অসম্ভব। পাঁচ বছরের বর্ষপূর্তিতে এদিন ঐতিহ্যবাহী মোল্লাহাটী গ্রামের খুদে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পড়াশোনার প্রয়োজনীয় খাতা-কলমসহ অন্যান্য সামগ্রী সহ দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক শুভজ্যোতি ব্যানার্জী জানান, পাঁচ বছর আগে শুরু হওয়া অসহায় মানুষদের সাহায্যর তাগিদে নিজেদের টাকা দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের জন্য কাজ করা শুরু করেছিল আমাদের সংগঠন। তা আজ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মানুষের আর্থিক সাহায্যে এতোটা পথ এগিয়ে যেতে পারছে। এছড়াও এদিন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি প্রিয় নন্দী বলেন, এক এক করে এই পাঁচটা বছর এগিয়েছে, সাথে চাপ বেড়েছে। মানুষের পাশে কিভাবে থাকবো, কী করলে তাঁদের সহযোগিতা হবে এই ছিল মূল লক্ষ্য। সকলের ভরসা ছাড়া এসব কিছুই সম্ভব নয়। আগামীতে চেষ্টা করবো এরকম আরো কাজের সাথে যুক্ত থাকার।

প্রসঙ্গত, পাঁচ বছরের পথচলায় একাধিক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে একটি সক্রিয় সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে। বর্ষপূর্তির দিনে তাদের এই উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। আগামী দিনগুলিতে এভাবেই এগিয়ে যেতে চান তাঁরা। আর পাশে পেতে চান সমাজের অন্য ভাবনার, অন্য মনের মানুষদের।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পাশে ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ

সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গত ২০ আগষ্ট স্থানীয় গাইঘাটা থানা এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কো-অপরারোটিভ সোসাইটি লিঃ এর হল ঘরে অনুষ্ঠিত হয় কৃষি বিপনন মেলা।

আয়োজিত মেলায় ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য শতাধিক মহিলা উপস্থিত হন। কবি গুরুর 'আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে সংগীতের সাথে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করেন ব্যাঙ্ক আধিকারিক দেব নারায়ন সাহা, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস।

এদিনের আয়োজিত সভায় বাঙ্কের বিভিন্ন আধিকারিকগণ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের কয়েকজন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ যোগ্যদের মধ্যে ছিলেন ষ্টেট ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ম্যানেজার দেবনারায়ন সাহা, আর, বি ও'র প্রতিনিধি দীপঙ্কর বিশ্বাস, গাইঘাটা ব্লকের সমবায় পরিদর্শক (CI) আশিস পাল ও স্থানীয় চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস প্রমুখ। এস, বি, আই এর চাঁদপাড়া শাখার প্রবন্ধক অনুপম বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান, ব্যাঙ্ক কর্মীগণ সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও গাছের চারা প্রদানে বরণ করে নেন। সমবেত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, সি এস পি ও বিভিন্ন সমিতির প্রতিনিধিগণের সামনে বিশিষ্ট আধিকারিকগণ বলেন, সেল্প হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে সরকারি নান প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এজন্য সরকারি নির্দেশে গোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যাঙ্ক থেকে সামান্য সুদে ঋণ দেওয়া হয়। সেই টাকার সঠিক ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে। চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস বলেন, বিভিন্ন সরকারি মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের উৎপাদিত সামগ্রীর স্টল দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সঠিকভাবে ব্যবসা করে সাবলম্বী দিদি হয়ে ওঠা যেতে পারে। আর, এম শ্রী সাহা বলেন, সরকারের মাধ্যমেই আমরা গোষ্ঠীগুলি সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারছি। ঋন দিচ্ছি। আপনারা আরও গোষ্ঠী গড়ে তুলুন, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আমরা আরো বেশি-বেশি করে ঋণ দিতে প্রস্তুত। আপনারা ঋণ নেবেন এবং সময় মতো পরিশোধ করবেন। আপনাদের সাফল্যের জন্য প্রশিক্ষন প্রদান ও এধারনের আরোও সভা কারা হবে। এদিনের সভা থেকে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর প্রধানের হাতে ঋণ অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর কিছু সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সদস্যা তপতী সরকার ও নিয়তি রায়। তপতী দেবী তাঁর বক্তব্যে ব্যাঙ্ক থেকে সহযোগিতা পাবার কথাও বলেন, এদিনের মেলায় গোষ্ঠীর সদস্যাগণের তৈরি হস্ত শিল্পের কয়েকটি স্টল উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। ব্যাঙ্ক কর্মী ত্রিপর্না ও মৌসুমী ম্যাডামের সুচারু পরিচালনায় এদিনের বিপনন মেলা বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

কচুরিপানাই যেন জীবনের ঢাল!

প্রথমপাতার পর...

আটকে ছিলেন। স্থানীয় মানুষজন ঘটনাটি দেখে দ্রুত পুলিশ প্রশাসন ও বনগাঁ পৌরসভাকে খবর দেন। তাঁদের তৎপরতায় শংকরবাবুকে উদ্ধার করা হয় সুস্থ অবস্থায়। শংকর পাল নিজে বলেন, "আমি অন্ধ মানুষ, চোখে কিছু দেখতে পাই না। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ মাথা ঘোরে, কিছু বোঝার আগেই নিচে পড়ে যাই। ভাগ্যক্রমে কচুরিপানায় আটকে যাই, নইলে হয়তো বাঁচতাম না।"

খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার স্বামী

প্রথমপাতার পর...

হাসিনার। গনি বাগদার করঙ্গতে শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতো। অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকে গণি হাসিনার উপরে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালাতো। শনিবার পরিবারের লোকেরা হাসিনার মৃত্যুর খবর পান। তাদের দাবি, হাসিনাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে খুন করেছে গনি।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল চাঁদপাড়ার "ম্যাক্রো ফিল্ম"

প্রথমপাতার পর...

আমাদের এই ভাবনা। এই শর্ট ফিল্ম এ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমাদের চাঁদপাড়ার প্রবীণ নাট্যকার বীরেণ চক্রবর্তী। তাঁরা আরও জানান যে, আগামীতে তাঁরা আরও অনেক কাজ করতে চলেছেন এই সমাজের সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য যেগুলো আজ আমাদের সামনে থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছিনা।

অভিনব উদ্যোগে উদ্বোধন ব্যাগের শোরুম

প্রথমপাতার পর...

ছাদের নিচে মিলবে বিভিন্ন নামি-দামি কোম্পানির স্কুল ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, হ্যান্ডব্যাগ, লাগেজ, টুরিস্ট ব্যাগ সহ নানান ধরনের ব্যাগের সমাহার। মান ও ডিজাইনের দিক থেকে ব্যাগের সংগ্রহ এখানে একেবারেই আলাদা। শোরুম কর্ণধার রতন সিনহা জানান, "এবার কলকাতা নয়, কম দামে সঠিক ব্যাগ কিনতে পারবে বনগাঁবাসী, বনগাঁতেই। এছাড়াও এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুস্থ পড়ুয়াদের হাতে স্কুল ব্যাগ, পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামীতে যাতে ওরা উন্নতি করতে পারে এই আশা রাখি।"

অন্যদিকে, শোরুমের অপর কর্ণধার রিপন সিংহ বলেন, আমরা শুধু ব্যবসা নয়, মানুষের ভালোবাসা ও আস্থা অর্জন করতে চাই। মানসম্পন্ন পণ্য এবং সাশ্রয়ী দামে সেরা পরিষেবা দেওয়াই আমাদের অঙ্গীকার। পাশাপাশি, সামাজিক কাজ হিসেবে সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে চাই। এটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। তাই তাদেরকে উৎসাহিত করতে তাদের হাত দিয়ে শোরুমের উদ্বোধনের ভাবনা মাথায় আসে।"

জল না নামায় দুর্ভোগ

প্রথমপাতার পর...

জলবন্দি মানুষেরা দাবি তুলেছেন ইছামতি নদী এবং যমুনা নদী সংস্কারের। তাদের কথায়, ইছামতি এবং যমুনা নদী মৃতপ্রায়। আগে জমা জল নদী হয়ে বেরিয়ে যেত। এখন উল্টে নদীর জল লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। নদী সংস্কার না হলে আমাদের দুর্ভোগ কমবে না। দিন কয়েক আগে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসক শরদকুমার দ্বিবেদী রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এসেছিলেন জলমগ্ন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। গ্রামের মহিলারা রাস্তায় জেলাশাসকের গাড়ি দাঁড় করিয়ে দাবি জানান, তারা ত্রাণ চান না, ইছামতি নদী সংস্কার চান।

পাশাপাশি বনগাঁ পৌরসভার পুরাতন বনগাঁ লালপোল দীনবন্ধু নগর সহ একাধিক এলাকার বহু মানুষ এখনো জলবন্দি হয়ে রয়েছে। ইছামতি নদী সংস্কার না হলে প্রতিবছর তাদের বৃষ্টির জলে ত্রাণ শিবিরে যাওয়ার সমস্যা কোনদিনই দূর হবে না বলে মনে করছেন বাসিন্দারা।

ঘোষণাপত্র

আমি মাধবী দাস, বয়স- ২৯ বছর, পিতা- নারায়ণ দাস, ঠিকানা— গ্রাম- চড়ুইগাছি, পোঃ- হাট কুড়ুলিয়া, থানা- বাগদা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমার আধার কার্ড নং- ৩৬৫০ ৫৪২২ ৫৪২০। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা হইতেছি এবং পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের একজন বাধ্য নাগরিক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমার আছে। কোরান এবং হাদিশ এর পবিত্রতার সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে আমি নিজেকে মুসলিম ধর্মের সারমর্ম, মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান সর্বোপরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করেছি। আমি যে একটি হিন্দু ধর্মীয় পরিবার থেকে এসেছি তার অনুপ্রেরণায়, আমি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে রূপান্তর করতে চাই। ইংরাজী ১৯/০৮/২০২৫ তারিখে বনগ্রাম নোটারী অফিসার স্বপ্না মিত্র ঘোষ মহাশয়ার নোটারিয়াল হলফনামা বলে আমি একজন মুসলিম হিসাবে মাধবী দাস নামে পরিচিত হলাম।

গাইঘাটা ব্লকে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত খেলা হবে দিবসে ফুটবল ম্যাচ

সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যান ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত বছর গুলির মতো এবারও গত ১৬ আগষ্ট গাইঘাটা ব্লকে মহাসমারোহে

অনুষ্ঠিত হল খেলা হবে দিবস উপলক্ষে প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট।

গাইঘাটা ব্লকের ঢাকুরিয়া হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত টুর্নামেন্ট চারটি ফুটবল টিম অংশ নেয়। টিমগুলি হল ঠাকুরনগর কোচিং সেন্টার, চাঁদপাড়ার আর এফ এ কোচিং সেন্টার, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি একাদশ ও গাইঘাটা ব্লক একাদশ, ফুটবলে কিক্ অফ করে খেলার সূচনা করেন সভাপতি ইলা বাকচি, ঠাকুরনগর কোচিং সেন্টার, আর এফ এ টিমকে ২-০ গোলে পরাস্থ করে সেরার শিরোপা অর্জন করে। খেলা পরিচালনায় ছিলেন অলক রায় ও কানু পর্বত। খেলা শেষ টুর্নামেন্টের বিজয়িও বিজিত দলের অধিনায়কের হাতে সুদৃশ্য ট্রপি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উদোক্তারা। পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ জানান, একাই দুটি গোল করে দলকে জেতানোর কারিগর ঠাকুরনগর কোচিং সেন্টার টিমের ফরোয়ার্ড অর্পন পালকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এদিনের খেলায় বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাইঘাটার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ক্রীড়াপ্রেম ইলা বাক্চি, গাইঘাটার বিডিও ফুটবল প্রেমী নীলাদ্রি সরকার, জয়েন্ট বিডিও ময়ূখ ব্যানার্জী, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, গাইঘাটার বি এম, ও এইচ ডাঃ সুজন গাইন। গাইঘাটা ব্লক স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মণিভূষন দাস, সহ-সভাপতি সমীরন সানা শিক্ষিকা নন্দিতা রায় প্রমুখ। এদিনের এই ফুটবল টুনামেন্টকে ঘিরে উদ্যোক্তা, খেলোয়াড় ও ব্লকের উপস্থিত সকল কর্মীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

হাবড়ায় নাট্যমিলন গোষ্ঠীর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছর গুলির মতো এবারও গত ১৫ আগষ্ট মর্যাদা সহকারে দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে শ্রীনগর নাট্যমিলন গোষ্ঠীর সদস্যগন। ভারত সরকারের 'হর-ঘর তিরঙ্গা' আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদিন সকালে সংস্থা অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার কর্নধার ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক দিলীপ ঘোষ। দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী সুব্রত দাস, মাধুরী ঘোষ, পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করেন নাট্য নির্দেশক দিলীপ ঘোষ, নৃত্য পরিবেশন করেন মিন্টু রায় ও মুন্নি বিশ্বাস। পরিশেষে সংস্থা প্রয়োজিত দেশাত্মবোধক নাটক রণভূমির কিছুটা অভিনীত হয়। পরিশেষে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে শ্রীনগর হাবড়া নাট্যমিলন গোষ্ঠী আয়োজিত এদিনের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান সংস্থার বিশিষ্ট নাট্যকর্মী মাধুরী ঘোষের সঞ্চালনায় বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

৭৭৫ ভুয়ো ভোটার! অভিযোগ প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বর-এর

প্রথমপাতার পর...

বাবার জায়গায় বসিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। অন্যদিকে, জাবেদের জ্যাঠা মিজানুর রহমান খানের মেয়ে বুশরা খানের স্বামী মাসুদ খান শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে নাম তুলেছেন ভোটার তালিকায়। শুধু তাই নয়, মাসুদের নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকাতেও রয়েছে বলে অভিযোগ। তারা ভারতের থেকে রেশন সহ লক্ষ্মীর ভান্ডারে টাকা তুলছে বলে অভিযোগ।

এ প্রসঙ্গে মিজানুর রহমান স্বীকার করেছেন, মাসুদ তাঁর ভাইপো এবং ছোটবেলা থেকেই তাঁকে ছেলের মতোই মানুষ করেছেন। পরবর্তীতে মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। বর্তমানে মাসুদ ও তাঁর মেয়ে বাংলাদেশের বাসিন্দা। তবে জাবেদ খান জানান, কবিরুল খান নামে তাঁর কোনও মামা নেই। সম্ভবত ভুল বশত ওই নাম ভোটার তালিকায় উঠে এসেছে। তিনি লিখিতভাবে প্রশাসনকে জানিয়েছেন নামটি কাটার জন্য। পাশাপাশি, বয়রা পঞ্চায়েতের ১০৫ নম্বর বুথে শফিকুল মন্ডলের বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ তোলেন দুলাল বাবু। অভিযোগ, তিনি আলী কদর মন্ডলকে বাবা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন।

দুলাল বর জানান, এমনই কয়েকশো নাম এই তালিকায় রয়েছে এবং সব তথ্য-প্রমাণ প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁর অভিযোগ, "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে।" অন্যদিকে এ বিষয়ে বাগদা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসূন প্রামাণিক বলেন, "এর আগে এমন দু'তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছে। এই অভিযোগও তদন্ত করে দেখা হবে। তদন্তে যা উঠে আসবে, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন দুলাল বরকে তার দল কোনো মিছিল মিটিংয়ে ডাকে না, তাই প্রচারে আসার জন্য এসব করছে।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেষ্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।
আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
সোনার দাম পেপার দরে
ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে
জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।
ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা
ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer
শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়
80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com
কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন
প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**